

**প্রসঙ্গ : বেসরকারী
(রেজিঃ) প্রাথমিক
বিদ্যালয়**

প্রাথমিক শিক্ষা যদি ক্রটিপূর্ণ হয়
তবে উচ্চ শিক্ষার মানও হইবে
হতাশাব্যঞ্জক। সরকারের বাধ্যতামূলক

প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের
লক্ষ্যে গ্রাম পর্যায়ে স্থানীয় উদ্যোগে
গড়িয়া উঠিয়াছে বেসরকারী (রেজিঃ)
প্রাথমিক বিদ্যালয়। দেখা যায়, এসব
বিদ্যালয়ের ৫/৬ কিলোমিটারের মধ্যে
কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকে না।
বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকের সংখ্যা চার।
তাহাদের প্রত্যেকে প্রতি দুই মাস পর
সরকারী ভাতা পাইয়া থাকেন মাত্র
২০০০ টাকা বা প্রতি মাসে ১০০০
টাকা। তাহাও আবার ধান শিক্ষা
অফিসারের অবহেলা এবং ব্যাংকের
জটিলতার কারণে কখনো পাইতে
তিন-চার মাস লাগিয়া যায়। আর
কমিউনিটি এবং স্যাটেলাইট
বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ পান প্রতি মাসে
মাত্র ৫০০ টাকা, যাহা একদিকে যেমন
হাস্যকর তেমনি অন্যদিকে খুবই
মর্যাদাসিক। মাত্র ১০০০ টাকা কিংবা
৫০০ টাকা বেতন-ভাতার উপর নির্ভর
করিয়া একজন শিক্ষক সকাল নয়টা
হইতে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত নিবিষ্ট চিত্তে
শিক্ষাদান করিবেন, ইহা কল্পনা করা
বাতুলতা। তাহার পরেও এইসব
বিদ্যালয়ের লেখাপড়ার মান, শিক্ষাদান
পদ্ধতি কোনটিই সরকারী প্রাথমিক
বিদ্যালয়ের চাইতে কোন অংশে কম
নয়।

‘সবার জন্য শিক্ষা’-এই মহতী
স্বপ্ন বাস্তবায়ন করিতে হইলে
বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের
শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির বিষয়ে
বিবেচনা করা একান্ত প্রয়োজন বলিয়া
মনে করি। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকল
মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মোঃ আবদুল হাকিম,
শিক্ষক নূরজাহান মেমোরিয়াল
প্রাথমিক বিদ্যালয়, নোয়াখালী।